ম ঞ্চ স ং বা দ

সংখ্যা : ৬ ☐ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ☐ নাগরিক মঞ্চের সদস্য, সহযোগী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য

পরিবেশ দূষণের কোপে হাজারো নিরীহ শ্রমিক

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক। রাজ্য দূষণ পর্ষদ ইতিমধ্যে ১৯২টি শিল্প সংস্থাকে 'দূষণকারী' বলে চিহ্নিত করেছে। এই মুহূর্তে সারা দেশের ৯৮টা শহরে প্রায় ১৫০০ শিল্প সংস্থার বিরুদ্ধে গঙ্গা তথা পরিবেশ দূষণের দায় আরোপ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। বিভিন্ন শহরে গঙ্গা দূষিত করছে এমন কয়েকটা শিল্প সংস্থাকে চিহ্নিত করে এম সি মেহেতা নামে একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ আইনজীবী ১৯৮৫ সালে ভারত সরকার ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রথম রায় দেয় ১৯৯৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। ওই রায়ে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের ৩৮টি শিল্প সংস্থা তাদের শিল্প-বর্জ্য পরিশোধন না করেই গঙ্গায় ফেলছে। সংস্থাগুলিকে বার বার বলা সত্ত্বেও তারা বর্জ্য পরিশোধনের কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ১৫ মে-র মধ্যে এরা যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে ওই সংস্থাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে — এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর।

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৭ জুলাই '৯৩ হলফনামা করে জানায় যে, ওই ৩৮টা সংস্থার মধ্যে হাওড়া স্টেশন সহ ৯টি সংস্থা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য তো করেইছে, পাশাপাশি পরিশোধন করার ব্যবস্থাও নেয়নি আর গঙ্গা দূষণও করে চলেছে। ৯টি সংস্থাকে কেন আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা হবে না, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। তাছাড়া পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই সব সংস্থাগুলোতে চার সপ্তাহের মধ্যে ১৯শে ফেব্রুয়ারির রায় কার্যকর করতে।

ওই ৭ জুলাইয়ের হলফনামায় পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানায় যে ৩০ জুন '৯২ পর্যন্ত দূষণ সংক্রান্ত কারণে পশ্চিমবঙ্গে ১৯২টি শিল্প সংস্থা পরিদর্শন করা হয়েছে। সে বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্টও পেশ করা হয়। অভিযুক্ত ১৯২টি কারখানাকে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হলফনামায়। এই ভাগগুলিকে আলাদা আলাদা নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশগুলো হল :

■ 'ক' শ্রেণী : এই শ্রেণীতে কারখানার সংখ্যা ৬৮টি। পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মান অনুযায়ী দূষণ সৃষ্টি করছে না যেসব কারখানা। এই মুহূর্তে এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারখানা হল : টেক্সম্যাকো, বিড়লা জুট, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, জেসপ, ত্রিবেণী টিসু ইত্যাদি।

■ 'খ' শ্রেণী : এই শ্রেণীতে ৩৮টি কারখানা। এরা জানিয়েছে যে তারা দূষণ প্রতিরোধের যন্ত্র বসিয়েছে। তবে সেগুলি কার্যকর হতে কিছু সময় লাগবে। দু মাস সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই শ্রেণীর কয়েকটি সংস্থা : ফিলিপস কার্বন, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মা, কালকাটা কেমিক্যালস, কোয়ালিটি আইসক্রিম, রেকিট কোলম্যান, ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, ক্লোরাইড, শ ওয়ালেস, ডি এস পি ইত্যাদি।

■ 'গ' শ্রেণী : এই শ্রেণীর ৬টি কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধন করার যন্ত্র বসানোর কাজ চলছে। কাজ শেষ করার জন্য তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণীতে পড়ে : কেডেস্টার অ্যাগ্রো, কারিউ ফিপসন, কেসোরাম, বেঙ্গল অ্যাগ্রো ইত্যাদি।

■ 'ঘ' শ্রেণী : এই শ্রেণীতে পড়ে ৩৭টি কারখানা। এরা দূষণ সৃষ্টি করলেও পাশাপাশি তরল বর্জ্য পরিশোধন করার যন্ত্র বসানো হচ্ছে। এদেরও সময় দেওয়া হয়েছে তিন মাস। এই শ্রেণীতে আছে সাইকেল কর্পোরেশন, দুর্গাপুর কেমিক্যাল, হিন্দ মোটর, জয়শ্রী টেক্সটাইল ইত্যাদি।

■ 'ঙ' শ্রেণী : এই শ্রেণীর ২০টি সংস্থা তরল বর্জ্য পরিশোধনের কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গঙ্গা দূষণের অপরাধে এদের বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল : বাউড়িয়া কটন, হাওড়া স্টেশন, খৈতান এ্যাগ্রো, টিটাগড় পেপার ইত্যাদি।

■ 'চ' শ্রেণী : এই শ্রেণীর ২৫টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৩ আগস্টের মধ্যে এই রায় কার্যকর করাতে বলা হয়েছে পুলিশকে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই সংস্থাগুলির নামে নতুন করে অভিযোগ করে। এদের সতর্ক করা সত্ত্বেও এরা পরিশোধক যন্ত্র বসায়নি। ২৫টি কারখানার তালিকা দেওয়া হল :

(১) আহমেদপুর সুগার মিল (আহমেদপুর, বীরভূম), (২) শ্রেষ্ঠ পেপার মিল (পূর্বস্থলী, বর্ধমান), (৩) প্রয়াস পেপার মিল (সুখচর, উঃ ২৪ পঃ), (৪) অন্নপূর্ণা কটন মিলস্ (শ্যামনগর, উঃ ২৪ পঃ), (৫) সোয়াইকা অয়েল মিল (লিলুয়া, হাওড়া), (৬) সোয়াইকা বনস্পতি (লিলুয়া, হাওড়া), (৭) রলিক ইনগস আইসক্রীম (বামুনারি, হুগলী), (৮) ইন্দো জাপান স্টীল (বেলুড়, হাওড়া), (৯) কনসোলিডেটেড ফাইবার কেমিক্যালস (হলদিয়া, মেদিনীপুর), (১০) শেঠ কেমিক্যাল (লিলুয়া, হাওড়া), (১১) রেমিংটন র‍্যাণ্ড (হাওড়া), (১২) বার্জার পেন্টস্ (বি গার্ডেন, হাওড়া), (১৩) শ্রী ল্যামিনেশন (দেউলবাশ, মেদিনীপুর), (১৪) ইউনিটেক্ পেপার মিল (বালিচক, মেদিনীপুর), (১৫) টিসকো বেয়ারিং (খড়্গপুর, মেদিনীপুর), (১৬) ইউনিটেক পেপার ও বোর্ড (রাজবাসা, মেদিনীপুর), (১৭) ইউনিস্তার্সাল পেপার মিলস (ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর), (১৮) কানোই এ্যাগ্রোটেক্ (মানিকপাড়া, মেদিনীপুর), (১৯) ক্লস পয়েন্ট কেমিক্যালস (সুগন্ধা, হুগলী), (২০) হেস্টিংস মিল (রিষড়া, হুগলী), (২১) অ্যালাইড রেসিনস্ ও কেমিক্যালস (বজবজ, দঃ ২৪ পঃ), (২২) চণ্ডীতলা গ্যাসড্যানাইসিং (চণ্ডীতলা, কলকাতা), (২৩) অ্যাসোসিয়েটেড ট্রেডার্স (জোকা, দঃ ২৪ পঃ), (২৪) উলওয়ার্থ ইণ্ডিয়া (অমৃতি, মালদা), (২৫) বাসেরা সইং (নারায়নপুর, মালদা)।

২৩ জুলাইয়ের নির্দেশে এও বলা আছে যে বন্ধ করে দেওয়ার রায়ের তালিকায় থাকা যে কোন সংস্থা যদি (১) গঙ্গা দূষণ করছে না প্রমাণ করতে পারে, বা (২) বর্জ্য পরিশোধন করার ব্যবস্থা নিচ্ছে দেখাতে পারে, তাহলে তারা যেন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দু সপ্তাহের মধ্যে। যদি পর্ষদ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে ওইসব সংস্থা ঠিক কথা বলছে, তাহলে পর্ষদ যেন সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টকে সে খবর জানায় প্রয়োজনীয় অর্ডার পাওয়ার জন্য।

পাশাপাশি গত ২৭ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্ট উত্তরপ্রদেশের ২৯২টি শিল্প সংস্থাকে বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা দূষণ সৃষ্টি করে তাজমহল ও গঙ্গার ক্ষতি করছে। তাছাড়া সংস্থাগুলো উত্তরপ্রদেশ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হুঁশিয়ারি ও নির্দেশ উপেক্ষা করে চলেছে।

নাগরিক মঞ্চ মনে করে, একদিকে যেখানে সারা দেশে ও লক্ষ শিল্প কারখানা বন্ধ সেখানে সুপ্রিম কোর্টের ওই রায় আরও হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে। শিল্প দূষণ-এর সমস্ত দায় শেষ বিচারে গিয়ে পড়বে কারখানার শ্রমিকদের ওপর। অন্যদিকে শিল্প দূষণ আজ লক্ষ লক্ষ নাগরিক ও শ্রমিকের জীবনে বয়ে আনছে ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতি। কোনভাবেই দূষণ সৃষ্টির অপরাধকে আজ আর ছোট করে দেখা যায় না।

এ বিষয়ে মঞ্চের বক্তব্য : শুধু কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে দূষণের ভীষণ সমস্যা সমাধান করা যাবে না। একদিকে মূল ভূমিকা নিতে হবে আদালত, সরকার ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে। যৌথভাবে তাদের চাপ সৃষ্টি করতে হবে দূষণ সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলোর মালিকদের ওপর। বাধ্য করতে হবে মালিকদের উপযুক্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে। অন্যদিকে সেইসব সংস্থার শ্রমিকদেরও চিনতে হবে দূষণের মারাত্মক চেহারাকে। চাপ সৃষ্টি করতে হবে মালিকদের ওপর।

আগামী দিনে নাগরিক মঞ্চ এ ব্যাপারে ক্ষমতা অনুযায়ী সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

পেশাগত রোগ : ক্ষতিপূরণ দাবি

হাফ প্যান্ট পরা বয়সে তারাতলার পোদ্দার প্রজেক্টে (তুলো থেকে সুতো তৈরির কারখানা) কাজে লেগেছিলেন রাধারমণ পাইকার। ২৫ বছর একটানা কাজ করছেন সেখানে। বছর পাঁচেক ধরে রাধারমণ ডিউটিতে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেন। শুরু হয় হাঁপানির টান। এ ডাক্তার সে ডাক্তার করে অবশেষে '৯২-র ২৪ ডিসেম্বর তাঁকে শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। কয়েকদিন চিকিৎসার পর হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তাঁর ছুটির কাগজে লিখে দেন 'কঠিন হাঁপানিতে (বাইসিনোসিস) আক্রান্ত। তুলোর গুঁড়ো এড়িয়ে চলতে হবে। কাজের জায়গার পরিবর্তন' ইত্যাদি। ডাক্তারবাবু ডিপার্টমেন্ট বদলের পরামর্শ দেন।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পরই নিশ্চিত অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাধারমণ ডিপার্টমেন্ট পরিবর্তনের আর্জি জানিয়ে চিঠি দেয় মিল কর্তৃপক্ষকে। কোনও কার্যকর ব্যবস্থাই কর্তৃপক্ষ নেয়নি। ই এস আই-এর নিয়ম অনুযায়ী পেশাগত কারণে শারীরিক অসুস্থতা ও পঙ্গুত্ব প্রমাণের জন্য ই এস আই-এর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তার কাছে মেডিকেল বোর্ড গঠনের একাধিক আর্জি জানিয়েও এখনও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে হস্তক্ষেপ আশা করে রাধারমণ চিঠি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী, লেবার কমিশনার ও সিটু নেতা কালী ঘোষকে। কেউই কোনও ব্যবস্থা নেননি। ই এস আই-এর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা রাধারমণের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা জানতে চেয়ে ১৬ আগস্ট '৯৩ নাগরিক মঞ্চ তাঁকে চিঠি দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, 'পশ্চিমবঙ্গে পেশাজনিত রোগ প্রায় হয়ই না' — এই সুখ্যাতি বজায় রাখার জন্যই রাধারমণের শরীরে 'বাইসিনোসিসে'র মতো পেশাগত রোগ বাসা বাঁধা সত্ত্বেও ই এস আই কর্তৃপক্ষ জেনেও না জানার ভান করছেন। আসলে, মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করলেই প্রমাণিত হবে রোগের কারণ। এধরণের কোনও একটা কেস প্রমাণিত হলেই পশ্চিমবঙ্গের পাটকল, সুতাকলের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী এসে লাইনে দাঁড়াবেন। পেশাগত অসুস্থতার কারণে চিরস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী পঙ্গুত্ব প্রমাণিত হলে দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। তুলো আর পাটের গুঁড়ো বছরের পর বছর নাক-মুখ দিয়ে ঢুকে এই শিল্পগুলোর কর্মরত শ্রমিকদের ফুসফুস অকেজো করে দেয়। রাধারমণই প্রথম নিজের রোগের কারণ যে তাঁর কর্মক্ষেত্রই, তা প্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছেন।

ম ঞ্চ বা র্তা

★ গত ৮ আগস্ট নাগরিক মঞ্চের দ্বিবার্ষিক দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মুদিয়ালি প্রকৃতি উদ্যানে। প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন এখানে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসী মানুষও এখানে একত্র হয়েছিলেন। সম্মেলনের শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং তার ওপরে নানা ধরণের বক্তব্য প্রকাশ করেন অনেকে। তাঁদের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে মঞ্চের উচিত, কাজের ক্ষেত্রগুলিকে সুসংহত করা। সকলেই নানাভাবে মঞ্চের সঙ্গে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। নতুন কর্মসমিতি গঠন করা হয়। এছাড়া আটটি উপসমিতি তৈরি করে সদস্যদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সম্মেলন চলে সারাদিন; শেষ হয় একটি নাটক দিয়ে — উপস্থাপনায় ছিল 'প্রয়াস' নাট্যগোষ্ঠী।

★ ২১ সেপ্টেম্বর বি. আই. এফ. আর সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ।

★ ২১ সেপ্টেম্বর স্টুডেন্টস্ হলে বিকেল চারটেয় কনভেনশন।

★ মাসিক আলোচনা সভা — বিষয় শ্রমিক সমবায়। তারিখ : ১১ সেপ্টেম্বর, ২ ও ১৬ অক্টোবর বিকেল চারটেয় মঞ্চ কার্যালয়ে।

বি.আই.এফ.আর-এ
টায়ার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

১২ আগস্ট, '৯৩, বি. আই. এফ. আর-এ রাষ্ট্রায়ত্ত টায়ার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার শুনানি হল। তিনটি ইউনিটের ১২টি ইউনিয়ন, ব্যাঙ্ক, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার, অপারেটিং এজেন্সি, আই. ডি. বি. আই-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বি. আই. এফ. আর-এর ৩ নম্বর বেঞ্চে টি. সি. আই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে এই শুনানিতে বলা হয় কল্যাণী ইউনিট বন্ধ করে দেখানে কর্মরত ৩০ জন শ্রমিককে অন্য ইউনিটে নেওয়া হবে। সিটু, আই.এন.টি.ইউ.সি, অফিসার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জমির দাম বেশি দেখানো, ট্যাংরা ইউনিটের দুটি ডিভিশনে একসঙ্গে আধুনিকীকরণ, টি. সি. আই থেকে ট্যাংরা ইউনিটকে বিচ্ছিন্ন না করার ও এই ইউনিটে কর্মীসংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধানের দাবি জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার মূলধন দিচ্ছে না বলেই আই আর পি ডিভিশনে কোনও কাজ নেই বলে অফিসার্স ইউনিয়ন অভিযোগ জানালে, বেঞ্চ মেম্বার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে "আপনারা আদেশ ছাড়াই তুলে দেবার চেষ্টা করছেন" মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির আর্জি অনুযায়ী আই. ডি. বি. আই-এর ট্যাংরা ইউনিট সংক্রান্ত রিপোর্টের আর্থিক ও কারিগরী সম্ভাবনা পর্যালোচনার জন্য ৬ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি, "রাজ্য সরকার রিলিফ-কনসেশন" দিতে পারবে না জানালে বেঞ্চ মেম্বাররা টি. সি. আই. পুনরুজ্জীবনে "শ্রমিকদের ত্যাগ স্বীকার" ও অন্যান্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করেন। টি. সি. আই ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয়ভুক্ত নয় এমন একটি সংগঠন টি. সি. আই স্টাফ (ক্লারিক্যাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল) অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি নাগরিক মঞ্চের সহযোগিতায় আই. ডি. বি. আই.-এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের উপর একটি লিখিত প্রস্তাব দেন। বেঞ্চ মেম্বারদের তিনি জানান, মার্কেটিং-এর দুর্বলতার কারণ দেখিয়ে কিছু প্রোডাক্ট বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব ঠিক নয়। কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতার কারণেই "কর্মশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার" সম্ভব হচ্ছে না। বেঞ্চ মেম্বাররা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তার বক্তব্য বিবেচনার আশ্বাস দেন। ৬ সপ্তাহ পর আবার আলোচনা ও আই. আর. পি ডিভিশন সম্পর্কে আই. ডি. বি. আই-এর সঙ্গে ও জন শ্রমিক প্রতিনিধিদের আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়।

'ওয়াইন্ডিং আপ'-এর আদেশ ইন্দো-জাপান স্টিলে

১২ আগস্ট '৯৩ বি. আই. এফ. আর-এর বেঞ্চ-২ ইন্দো-জাপান স্টিলে "ওয়াইন্ডিং আপ" (গুটিয়ে ফেলার)-এর আদেশ দেয়। অর্থলগ্নী সংস্থাগুলির প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে অর্থলগ্নী সংস্থাগুলি কোনও চুক্তি গড়তে না পারার ফলে বি. আই. এফ. আর এই আদেশ দেয়। যদিও কারখানাটিকে লিকুইডেশনে না পাঠিয়ে আই. ও. বি. এবং আই. আর. বি. আই-কে নতুন 'প্রোমোটার' খুঁজতে বলা হয়। ভাল 'প্রোমোটার' পেলে শুধুমাত্র সম্পদের দামেই তাকে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। উল্লেখযোগ্য যে, আই.জে.এস.এল আজও খোলা। উৎপাদন হচ্ছে। সর্বোপরি মাত্র কয়েকদিন আগেই তাঁরা যথেষ্ট লাভজনক দুটো স্টিলজাত দ্রব্য তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। এহেন একটি কারখানার মালিকের নেওয়া ঋণ পরিশোধ না করার শাস্তি পেতে হল কার্যত শ্রমিকদের। "শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন পর্ষদ"(বি. আই. এফ. আর) পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি রুগ্ন শিল্প চালু করেছে তা বিতর্কের বিষয় হলেও চালু শিল্পকে 'গুটিয়ে ফেলার' আদেশ দিয়ে পর্ষদ নজির সৃষ্টি করল।

বন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত

যে বন্দর কর্তৃপক্ষ মুদিয়ালির আদর্শ সমবায় আর প্রকৃতি উদ্যানকে নির্জল করে 'বন্দর প্রসার ও বিকাশের' কথা বলে আসছে বারে বারে — সেই বন্দর কর্তৃপক্ষ ২৫০ কোটি টাকা বন্দরের কাজে না লাগিয়ে অফিসার আর ঠিকাদারদের আমোদের জন্য বাংলো বানিয়েছে। সম্প্রতি ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্টে এই কথা প্রকাশ পেলে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সি বি আই) অনুসন্ধান করে আরও অনেক কেলেঙ্কারি প্রকাশ করেছে।

নিয়ম বহির্ভূত প্রথায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অনুমোদন ছাড়াই বন্দর কর্তৃপক্ষ বহু টাকা ঠিকাদারদের দিয়ে দিয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের বহু বিজ্ঞাপিত গঙ্গার পার ও আলিপুরের জমি বেচে দেওয়ার প্রচেষ্টাও পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের নির্দেশ অমান্য করেই। তদন্ত ব্যুরোর রিপোর্ট স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, বন্দর কর্তৃপক্ষ 'কোনো টেন্ডার ছাড়াই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় জলের দরে উৎকৃষ্ট জমি বেচে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে।' সম্ভবত এই কারণেই মুদিয়ালির জমির দিকে বন্দর কর্তৃপক্ষ হাত বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। বন্দর কর্তৃপক্ষ করদাতা জনগণের অছি হিসাবে টাকা-পয়সা নিয়ে কারবার চালায় — কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পিছ-পা নয়। আন্তর্জাতিক স্তর থেকে সংগৃহীত অর্থও তারা নয়-ছয় করেছে। টাকার অঙ্কটা ২৫০ কোটি টাকা। তদন্ত ব্যুরো ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডাঃ এ সি রায় সহ কিছু অফিসারের ব্যক্তিগতভাবেই নাম করেছে — হয়ত সেই কারণেই ডাঃ এ সি রায় "স্বেচ্ছা অবসর" নিলেন!

মঞ্চ সংবাদের পরের সংখ্যা ২১ সেপ্টেম্বর
বিষয় : শিল্প সংস্থাগুলির জমি কেলেঙ্কারি

প্রকাশক : নাগরিক মঞ্চ, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০৮৫-এর পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়।